দৈনিক খবর

তারিখ 29 OCT 1988

পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

069

[illegible] কলেজ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ইসলামের আদর্শের প্রতি আনুগত্য সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে

—এরশাদ

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেছেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী করীম হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করবে। বাসস জানায়, গতকাল শুক্রবার মীরপুরে ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড ও স্টাফ কলেজ প্রাঙ্গণে কলেজ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সাফল্য অর্জনে ইসলামের নির্দেশনা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ইসলামের গোড়ার দিকে মানুষের সামাজিক জীবন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। সেই ব্যবস্থা থেকে পদস্খলনের কারণে আমরা আজ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ইসলামকে আমরা রাষ্ট্রধর্ম করেছি। আমাদেরকে কল্যাণ অর্জনে যাতে ইসলামের আদর্শ অনুসৃত হয় তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তিনি বলেন, ইসলাম আমাদেরকে সমাজ থেকে দারিদ্র্য মোচনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। আমরা যদি এই সব নির্দেশনা মেনে চলি এবং জাকাতের নীতির প্রতি কঠোরভাবে অনুগত থেকে প্রতিবেশীর দিকে নজর রাখি তাহলে সমাজে দারিদ্র্য থাকতে পারে না। রাষ্ট্রপতি কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই মসজিদের সংলগ্ন একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে বলেন, যেখানে শিশুরা পবিত্র কোরআন পাঠ এবং ইসলামের শিক্ষা ও মহানবীর (সঃ) আদর্শের শিক্ষা নেবে। যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে এটা তাদের জন্য সহায়ক হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে ইসলাম ও মহানবীর (সঃ) জীবনের ওপর বই প্রকাশ করার এবং তা স্কুলের শিশুদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা ইসলামের প্রকৃত বাণীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

তিনি বলেন, বন্যার সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আর্তমানবতার সেবায় যে সার্ভিস দিয়েছে সে জন্যে জাতি কৃতজ্ঞ। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, ইসলাম দুস্থ মানবতার সেবার শিক্ষা দেয়। সশস্ত্র বাহিনী কেবলমাত্র ইসলামের আদর্শ অনুসরণই করেনি তারা তাদের সেবার মধ্যে দিয়ে জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

শেষ পৃষ্ঠার ১ম কলামে

ইসলামের আদর্শে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রপতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে, সশস্ত্র বাহিনী এ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুঃস্থ জনগণের পাশে দাঁড়াবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সশস্ত্র বাহিনীর সার্ভিস কেবলমাত্র দেশেই নয় বিদেশেও প্রশংসা অর্জন করেছে।

ইরান-ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় বাংলাদেশের সন্তোষের কথা ব্যক্ত করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দুটি মুসলিম দেশের মধ্যে বৈরিতার অবসানে ইসলামের শত্রুরা অখুশী হয়েছে। তারা এই যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় অসন্তোষ ব্যক্ত করে বিবৃতিও দিয়েছে। তারা যে মুসলমানদের ধ্বংস চায় এটা তারই আলামত।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ এই মসজিদ নির্মাণস্থলে জুমার নামাজ আদায় করেন। তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং সশস্ত্রবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারাও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ এবং ইসলামী বিশ্বের সংহতি ও ঐক্য কামনায় মোনাজাত করা হয়।

এর আগে রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এর নকশা দেখেন। মসজিদ নির্মাণস্থলে পৌঁছুলে ডিফেন্স সার্ভিস কম্যাণ্ড ও স্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান।